

প্রিয় সম্পাদক,
মুক্ত-মনা

বিষয়: ‘পৌরাণিক অতিকথন বনাম ঐতিহাসিক অনুসন্ধান’

আপনাদের দুই পর্বে বিধৃত ‘পৌরাণিক অতিকথন বনাম ঐতিহাসিক অনুসন্ধান’ পড়লাম। কলকাতায় থাকার সুবাদে জয়ন্তানুজবাবু, সুকুমারী ভট্টাচার্য, অতুল সুর প্রমুখদের লেখা পড়া আগেই হয়ে গেছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত লেখাগুলিও পড়লাম মন দিয়ে।

আজকাল কলকাতায় কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের নানান দিকগুলির সমালোচনা করলে ব্যাপারটা খুব একটা হাস্যকর চোখে দেখেন। ওসব ঠাকুমার বুলি গোছের গল্পগাথার সমালোচনার আবার কি দরকার। আধুনিক সাহিত্যিকরাও অনেকে পৌরাণিক গল্পগুলির পুনর্নির্মাণ করছেন -রীতিমত আধুনিক মন নিয়ে। যেমন একসময় যুরোপে সাহিত্যসমাজ প্যাগান কাহিনির ট্রান্সক্রিয়েশন করেছিল। কিন্তু এর মাঝে আমরা ভুলতে বসেছি, ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশের জনগণ আজও অশিক্ষিত। আধুনিক মন ও মনন থেকে কোটি যোজন দূরে অবস্থান করেন তাঁরা। সে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনগুলিকে ভাঙিয়ে ফায়দা লুটছে কিছু সুবিধাবাদী আর সংকীর্ণমনা।

আমি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও আর এস এস-এর ওয়েবসাইটে নিয়মিত নজর রাখি। দেখি এই সব কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসগুলি জিইয়ে রাখার জন্য কি প্রাণপাত প্রচেষ্টা তাদের। আর মানুষকে ভোলানোর কি অসাধারণ কায়দা।

মুক্ত-মনা প্রধানত বাংলাদেশের গ্রুপ। আপনাদের খবরাখবর ভারতে সব আসে না। কিন্তু এইসব কথা দেশের ক্ষুদ্র গভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। লেখাটি ইংরেজি ও হিন্দিতে অনূদিত হয়ে ভারতে প্রচার করা কর্তব্য। কারণ আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার মহৎ আদর্শটি এভাবে কলঙ্কিত হলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের রেখে যাওয়ার কিছুই থাকবে না।

মুক্ত-মনায় যে মুক্ত মনের আবহ আপনারা সৃষ্টি করেছেন, আমরা

সাহিত্যের মাধ্যমে সেই একই আবহ পৌছে দিতে চাই সাধারণের কাছে।
সেজন্য লেখাটি আমাদের সাহিত্য গ্রুপে প্রকাশের অনুমতি চাই। আপনি
নিজেও একজন সদস্য আমাদের গ্রুপের। তাই লেখাটি আপনি ফরোয়ার্ড করলে
আরো ভালো হবে। আমাদের গ্রুপের অনেক সদস্যই ভারতের অন্যান্য গ্রুপে
আমাদের বার্তাগুলি ফরোয়ার্ড করেন। আমি নিজেও করে থাকি। সেক্ষেত্রে এই
ধরনের লেখা ভারতে ব্যাপক প্রচার পাবে বলেই আমি মনে করি।

অর্ণব দত্ত

<http://groups.yahoo.com/group/sahitya>